WORLDWIDE CONFLICTS

Over 100m forcibly displaced: UN

AFP, *Geneva*

Russia's war in Ukraine has pushed the number of forcibly displaced people around the world above 100 million for the first time ever, the United Nations said yesterday.

"The number of people forced to flee conflict, violence, human rights violations and persecution has now crossed the staggering milestone of 100 million for the first time on record, propelled by the war in Ukraine and other deadly conflicts," said UNHCR, the UN Refugee Agency.

The "alarming" figure must shake the world into ending the conflicts forcing record numbers to flee their own homes, the UNHCR said in a statement.

The figures combine refugees, asylum-seekers and more than 50 million people displaced inside their own countries.

UNHCR said the numbers of forcibly displaced people rose towards 90 million by the end of 2021, spurred by violence in Afghanistan, Burkina Faso, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Myanmar and Nigeria.

Russia invaded Ukraine on February 24 and since then more than eight million people have been displaced within the country, while more than six million refugees have fled across the borders.

"One hundred million is a stark figure -- sobering and alarming in equal measure. It's a record that should never have been set," said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

"This must serve as a wake-up call to resolve and prevent destructive conflicts, end persecution and address the underlying causes that force innocent people to flee their homes."

The 100 million figure amounts to more than one percent of the global population. Only 13 countries have a bigger population than the number of forcibly displaced people in the world.

"The international response to people fleeing war in Ukraine has been overwhelmingly positive," said Grandi.

Migrants rescued by the Libyan Coast Guards in the Mediterranean Sea arrive in Garaboli, Libya yesterday. In recent months, dozens of people have drowned in the Mediterranean Sea, with an increase in the frequency of attempted crossings from Tunisia and Libya towards Italy. PHOTO: REUTERS

China 'flirting with danger'

Says Biden, vows to defend Taiwan if Beijing invades

AFP, *Tokyo*

President Joe Biden vowed yesterday that US forces would defend Taiwan militarily if China attempted to take control of the self-ruled island by force, warning Beijing was already "flirting with danger".

The remarks, made in Tokyo where he is meeting with Japan's prime minister ahead of a regional summit today, were Biden's strongest to date on the issue and come amid rising tensions over China's growing economic and military power.

Washington and allies like Japan have framed their tough response to Russia's invasion of Ukraine as a warning to others, especially China, against unilateral military action.

Biden hammered that message home after talks with Japanese Prime Minister Fumio Kishida in which the pair agreed to monitor Chinese naval activity and joint Chinese-Russia exercises.

Biden then went further.

Asked if Washington was willing to get involved militarily to defend Taiwan, he replied: "Yes."

In Beijing, foreign ministry spokesman Wang Wenbin swiftly responded, declaring that "no one should underestimate the firm resolve, staunch will and strong ability of the Chinese people in defending national sovereignty and territorial integrity."

"China has no room for compromise or concession," the spokesman said.

14 bodies found washed up on Myanmar beach

AFP, *Yangon*

The bodies of 14 people have been found washed up on a beach in Myanmar, police said yesterday, with a local rescue group saying some were Rohingya attempting to reach Malaysia. The migrants had been travelling by boat from western Myanmar, according to a local Rohingya activist. "Fourteen bodies were found, 35 people including the boat owners were rescued alive," said Lt Col Tun Shwe, a police spokesperson in Pathein district.

Long fuel queues persist in Lanka

REUTERS, *Colombo*

Long queues snaked around gas stations in Sri Lanka's commercial capital and its outskirts yesterday even though the island nation's government was scrambling to deliver fuel supplies and douse any unrest as it battles a devastating economic crisis.

Kanchana Wijesekera, Sri Lanka's minister for power and energy, said supplies of 95-octane gasoline, mostly used in cars, had been received and were being distributed across the country of 22 million people that has been struggling with fuel shortages for months. "With the 2 cargo vessels unloaded, petrol stocks will be available for the next 6 weeks comfortably," Wijesekera said in a tweet. Another 40,000 metric tonnes of petrol supplied by India had also reached Sri Lanka yesterday, the Indian High Commission (Embassy) said, two days after New Delhi delivered 40,000 tonnes of diesel to its southern neighbour.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ
(www.forestnorth.coxsbazar.gov.bd).

"শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ।"

অফিস আদেশ নম্বর : ৩৪ তারিখ : ১৭/০৪/২০২২খ্রি.।

যেহেতু, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের শহর রেঞ্জের রেঞ্জ সহকারীর দায়িত্বে কর্মরত থাকাকালিন শহর রেঞ্জের ফেব্রুয়ারী, ২০১৯খ্রি. মাসের মাসিক হিসাবের ভাউচার নম্বর : ৫২, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৬ ও ৭০ মূলে সর্বমোট ২,৫৭,৩৯৩/- (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত তিরানব্বই) টাকা মাত্র সোনালী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখায় চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করে জাল চালানের মাধ্যমে মাসিক হিসাবে হিসাবায়িত করে হিসাব দাখিল করা হয় যা অনলাইনে চালান যাচাইকালে মিল না পাওয়ায় ফেব্রুয়ারী, ২০১৯খ্রি. মাসের ক্যাশ কপিতে বর্ণিত দফাগুলো এক্সপান্স (বাতিল) করত: অত্র দপ্তরের পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭১.০৫.১১৮.১৯/৭৫১ তারিখ : ০৫/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং অত্র দপ্তরের পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭১.০৫.১১৯.১৯.৭৫২ তারিখ : ০৫/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে জনাব মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সহকারী বন সংরক্ষক (তৎকালিন সহকারী বন সংরক্ষক, সদর), কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগকে তদন্ত করে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়। জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ এর পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭৫.০০৫.০০০.১৯/১৭ তারিখ : ১০/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ০৬/০৩/২০১৯খ্রি. তারিখ বিকালে তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকে যোগাযোগ করে সিটিআর আনার জন্য অভিযুক্ত বন প্রহরীকে নির্দেশনা দেওয়ার হলে তিনি অফিস ত্যাগ করে ব্যাংকে না গিয়ে আত্মগোপন করেন এবং তাকে খোজাখুঁজি করে না পেয়ে তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ কর্তৃক কক্সবাজার সদর মডেল থানায় অভিযুক্ত বন প্রহরীর নিখোঁজ ডায়েরী করেন। যার জিডি নং-৬৮৭ তারিখ : ০৭/০৩/২০১৯খ্রি.। তাছাড়া, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে তার সেল ফোন থেকে জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ এর ব্যক্তিগত সেল ফোনে SMS করাসহ নভেম্বর, ২০১৮, ডিসেম্বর, ২০১৮, জানুয়ারী, ২০১৯ ও ফেব্রুয়ারী, ২০১৯খ্রি. মাসের সর্বমোট ৯,৬৬,৯৬০.৫০ (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত ষাট টাকা পাঁচ শূণ্য পয়সা) টাকা সরকারি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি এবং উক্ত টাকা জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) আত্মসাৎ করেছেন।

যেহেতু, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ জনিত গুরুতর অনিয়মের ঘটনা তদন্তের জন্য বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রামের অনুমতিক্রমে অত্র দপ্তরের অফিস আদেশ নম্বর : ২৫ তারিখ : ০৯/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে জনাব মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সহকারী বন সংরক্ষক (তৎকালিন সহকারী বন সংরক্ষক, সদর), কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগকে সভাপতি করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করত: প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০. ৭৭২.০৫.০০১.১৯/২৫ তারিখ : ১২/০৩/২০১৯খ্রি: মূলে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত পাঁচ বছরে কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯খ্রি. পযন্ত সময়ে চার মাসে ফুলছড়ি রেঞ্জের ০৩(তিন)টি জাল চালান এবং শহর রেঞ্জের ৩১(একত্রিশ)টি জাল চালান সর্বমোট ৩৪(চৌত্রিশ)টি জাল চালান মূলে ১০,৯৮,৯০৬.৫০ (দশ লক্ষ আটানব্বই হাজার নয়শত ছয় টাকা পাঁচ শূণ্য পয়সা) টাকা সরকারি অর্থ ভূয়া ও জাল চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেখিয়ে আত্মসাতের জন্য জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত)কে দায়ী করত: তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করায় অত্র দপ্তরের অফিস আদেশ নম্বর : ৩০ তারিখ : ১৩/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে অভিযুক্ত বন প্রহরীকে আদেশ জারীর তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্ত বন প্রহরীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম এঁর অফিস আদেশ নম্বর : ৩০/পি তারিখ : ১৩/০৫/২০১৯খ্রি. মূলে তার নির্ধারিত সদর দপ্তর পরিবর্তন করে উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়িরচর রেঞ্জের উত্তর চর বিট পুন:নির্ধারণ করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) কর্তৃক চালান জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের মত গুরুতর অপরাধ তার একার পক্ষে করা সম্ভব নয় মর্মে প্রতিয়মান হওয়ায় তা পুন:তদন্ত করত: প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করে স্বয়ং সম্পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উক্ত তদন্ত কমিটিকে অনুরোধ করা হলে, তদন্ত কমিটির তদন্ত কমিটির পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭২.০৫.০০১.১৯/২৭ তারিখ : ১৬/০৩/২০১৯খ্রি. মূলে দাখিলকৃত পুন:তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, চালান জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার বিষয়টি এবং জাল চালানের মাধ্যমে উক্ত সরকারি অর্থ আত্মসাতের সাথে তার সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে মর্মে অভিযুক্ত বন প্রহরী কর্তৃক তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। তাছাড়া, ভাউচার নং-২১ শহর অব ১১/২০১৮, ২২ শহর অব ১১/২০১৮, ২৩ শহর অব ১১/২০১৮, ২৪ শহর অব ১১/২০১৮, ২৫ শহর অব ১১/২০১৮, ২৬ শহর অব ১১/২০১৮, ২৭শহর অব ১১/২০১৮, ২৮ শহর অব ১১/২০১৮, ২৯ শহর অব ১১/২০১৮, ৩০শহর অব ১১/২০১৮, ৩১ শহর অব ১১/২০১৮, ৩৪ শহর অব ১১/২০১৮, ৩৮শহর অব ১১/২০১৮, ৪৭ শহর অব ১২/২০১৮, ৪৮ শহর অব ১২/২০১৮, ৩৩ শহর অব ০১/২০১৯, ৩৫ শহর অব ০১/২০১৯, ৩০ শহর অব ০১/২০১৯, ৫৪, ৫৭ শহর অব ০১/২০১৯ ও ৫৫, ৫৬ শহর অব ০১/২০১৯ এ জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ এর পক্ষে জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) কর্তৃক স্বহস্তে স্বাক্ষর পূর্বক ব্যাংকের সিল জাল ও জাল স্বাক্ষরসহ মাসিক হিসেবে হিসাবায়িত করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

যেহেতু, চালান জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ব্যতিত শহর রেঞ্জে অন্য আর কোন আর্থিক অনিয়ম হয়েছে কিনা তা অধিকতর তদন্তের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭১.০১.০৩১.১৯.৭৯৯ তারিখ : ১৩/০৩/২০১৯ খ্রি. মূলে জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)কে নির্দেশ দেয়া হলে তার কার্যালয়ের পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭৫.০১.০০০.১৯/৩২ তারিখ : ২৭/০৩/২০১৯খ্রি. এবং পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭৫.০১.০০০.১৯/৪০ তারিখ : ০৮/০৪/২০১৯খ্রি. মূলে দাখিলকৃত প্রতিবেদন দৃষ্টে দেখা যায়, শহর রেঞ্জের ক্যাশ বহিতে বিভিন্ন মাসে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব জমা প্রদান দেখানো হলেও বাস্তবে শহর রেঞ্জের রশিদ মূলে বন রাজস্ব বাবদ নভেম্বর, ২০১৭ মাসে ২০০/- টাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ মাসে ২,০০০/- টাকা, মার্চ, ২০১৮ মাসে ৩৫,৫৪০/- টাকা, মে, ২০১৮মাসে=৫৭৫/- টাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসে=২০,০০০/- টাকা, ডিসেম্বর, ২০১৮খ্রি. মাসে=১,০০০/- টাকা, জানুয়ারী, ২০১৯ মাসে ২,০০০/- টাকা, মার্চ, ২০১৯ মাসে=১,২০০/- টাকা এবং সেপ্টেম্বর, ২০১৮, নভেম্বর, ২০১৮ এবং ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ মাসের বিদ্যুৎ বিল বাবদ যথাক্রমে ৭৪,৫৫৮/-, ৫২,৮৪৪/- ও ৮৬,৮৫০/- টাকা সর্বমোট ২,৭৬,৭৬৭/- (দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত ছিয়াত্তর) টাকার সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করত: জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া ও জাল চালান তৈরী করে মাসিক হিসাবে হিসাবায়িত করা হয়েছে।

যেহেতু, শহর রেঞ্জে অভিযুক্ত বন প্রহরীর কর্মকালিন আর কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য শহর রেঞ্জের ক্যাশ বহি ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের নথিপত্রের সাথে তুলনা করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নম্বর:২২.০১.২২০০.৭৭১.০৫.১৮২.১৯/১০৬৩ তারিখ : ০৯/০৪/২০১৯খ্রি. মূলে জনাব মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সহকারী বন সংরক্ষক, সদর (তৎকালিন সহকারী বন সংরক্ষক, সদর) এর নেতৃত্বে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে অনুরোধ করা হলে, তদন্ত কমিটির পত্র নম্বর : ২২.০১.২২০০.৭৭২.০৫.০০১.১৯/৪৪ তারিখ : ১৭/০৪/২০১৯খ্রি. মূলে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ফরেস্টার, তৎকালিন রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত), জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তৎকালিন সংস্থাপন শাখার ইনচার্জ, জনাব মোঃ আবুল কালাম খান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, তৎকালিন হিসাব শাখার ইনচার্জ পারস্পরিক যোগসাজসে বিল ভাউচার ব্যতিত ২০১৮-১৯ সালে বেতন ভাতাদি বাবদ ১১,৫৫,৭৫৫/- এবং ২০১৭-১৮ সালে বেতন ভাতাদি বাবদ ১৮,৪২,২৯৪/- টাকা সর্বমোট ২৯,৯৮,০৪৯/- (উনত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ) টাকা আত্মসাৎ করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জ হতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাব শাখায় প্রতিমাসে যে মাসিক হিসাব দাখিল করা হয় তাতে ক্যাশ বুকের কপির সাথে বিল/ভাউচারও দাখিল করা হয়। কিন্তু শহর রেঞ্জের মাসিক হিসাবে কোন কোন মাসে মাঝে মাঝে ক্যাশ কপির কয়েকটি ভাউচার নম্বর এর বিপরীতে বিল/ভাউচারের কপি সংযুক্ত করা হয়নি এবং ক্যাশ কপিতে অনেক ভাউচার নম্বর কাটাকাটি করে লেখা হয়েছে। জনাব মোঃ মোকাদ্দেশ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) শহর রেঞ্জের রেঞ্জ সহকারী হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালিন শহর রেঞ্জের যাবতীয় আয়, ব্যয় ও একাউন্টস সংক্রান্ত কাজ করাসহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাব শাখা ও সংস্থাপন শাখার কাজেও সহযোগিতা করতেন। বিল ভাউচার ব্যতিত শহর রেঞ্জের ক্যাশ কপিতে বিভিন্ন মাসে অনেক কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তারা কেউই শহর রেঞ্জে কর্মরত নন বা কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগে কর্মরত নন এবং উক্ত কর্মচারীদেরকে ক্যাশ বহিতে দেখানো টাকা প্রদান করা হয়নি। অর্থাৎ উক্ত টাকা সুকৌশলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। যার কারণে বিল/ভাউচার ক্যাশ কপির সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। তদন্ত কমিটি শহর রেঞ্জ হতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিলকৃত মাসিক হিসাব যাচাই-বাছাই করে দেখেন যে, ২০১৭-১৮ সালে ০৮(আট) মাস এবং ২০১৮-১৯ সালে ০৩(তিন) মাস মোট ১১(এগার) মাসে ভূয়া বেতন ভাতার হিসাব ক্যাশ কপিতে দেখানো হয়েছে কিন্তু বিল ভাউচার নেই এরূপ অবৈধ হিসাব দাখিল করে সর্বমোট ২৯,৯৮,০৪৯/- (উনত্রিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার উনপঞ্চাশ) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

যেহেতু, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের শহর রেঞ্জের রেঞ্জ সহকারী হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালিন শহর রেঞ্জের যাবতীয় আয়, ব্যয় ও একাউন্টস সংক্রান্ত কাজ করাসহ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাব শাখা ও সংস্থাপন শাখার কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি ব্যাংকের সিল জাল ও জাল স্বাক্ষর; বিল ভাউচার ব্যতিত শহর রেঞ্জের ক্যাশ কপিতে বিভিন্ন মাসে শহর রেঞ্জ বা কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের কর্মচারী নন এমন কর্মচারীদের বেতন ভাতা শহর রেঞ্জের ক্যাশ বহিতে পরিশোধ দেখানো (রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ এর পক্ষে অভিযুক্ত কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত); সরকারি বন রাজস্ব ও অত্র বন বিভাগের বিদ্যুৎবিল পরিশোধ না করেও পরিশোধিত সিল জাল ও জাল স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন অনিয়ন করে সর্বমোট ৪৬,৩১,১১৫.৫০ টাকা সরকারি অর্থ পারস্পরিক যোগসাজসে আত্মসাৎ করেন এবং অভিযুক্ত বন প্রহরী কর্তৃক তদন্ত কমিটির নিকট প্রথমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ এর কথা স্বীকার করে উক্ত আত্মসাৎকৃত অর্থের মধ্যে ৩,১০,০০০/- (তিন লক্ষ দশ হাজার) টাকা তদন্ত কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে রেঞ্জ কর্মকর্তা, শহর রেঞ্জ এর নিকট ফেরৎ প্রদান করেন। অভিযুক্ত বন প্রহরীর এহেন কার্যকলাপের জন্য অত্র দপ্তরের অফিস আদেশ নম্বর : ৪০ তারিখ : ০২/০৫/২০১৯খ্রি. মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদচারণ এবং প্রতারণা ও দূর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কাযধারা প্রণয়ন করত: আত্মরক্ষামূলক জবাব দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলেও নির্ধারিত সময়ে তিনি আত্মরক্ষামূলক জবাব দাখিল করেননি। পরবর্তীতে বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রামের অফিস আদেশ নম্বর- ৩২ তারিখ : ৩০/০৫/২০১৯খ্রি. মূলে জনাব জি.এম. মোহাম্মদ কবির, উপ-বন সংরক্ষক, বন সংরক্ষকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করায় অত্র দপ্তর হতে অভিযুক্ত বন প্রহরীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার তদন্ত নথি (যাবতীয় ডকুমেন্টসহ) তদন্ত কর্মকর্তার নিকট যথারীতি প্রেরণ করা হয়।তাছাড়া, দীর্ঘ দিন পর অভিযুক্ত বন প্রহরী কর্তৃক গত ২২/০৮/২০১৯খ্রি. তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার দাখিলকৃত আত্মরক্ষামূলক জবাবটি অত্র দপ্তরে পাওয়ার পর তা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার দপ্তরের স্মারক নম্বর : ২২.০১.৮৪০০.৯১৬.০৫.০০১.২১.২১৮৬ তারিখ : ২৮/১০/২০২১খ্রি. মূলে জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) এর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ ভূয়া বিল ভাউচার ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ জনিতকারণে আনীত অসদাচরণ ও দূর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে মতামত সহকারে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

যেহেতু, জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরী (সাময়িক বরখাস্ত) এর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত অভিযোগসমূহ আনুষ্ঠানিক তদন্তে প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অভিযুক্ত বন প্রহরীকে কেন সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(ঘ) মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোন গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না তার দ্বিতীয় দফা দর্শানোর নোটিশ অত্র দপ্তরের অফিস আদেশ নম্বর : ৭০ তারিখ : ২৮/১১/২০২১খ্রি. মূলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে জারী করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত বন প্রহরী কর্তৃক তার নির্ধারিত সদর দপ্তরে গত ১০/০২/২০২১খ্রি. তারিখ হতে অনুপস্থিত থাকায় এবং অদ্যাবধি সদর দপ্তরে ফেরৎ না আসায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানায় সরকারি ডাক বিভাগের মাধ্যমে (রেজিস্ট্রী ডাকযোগে) উক্ত দ্বিতীয় দফা কারণ দর্শানোর নোটিশটি প্রেরণ করা হলে, ডাক বিভাগ কর্তৃক "মালিক বাড়িতে অনুপস্থিত থাকায় ফেরৎ" উল্লেখ পূর্বক ফেরৎ আসার বিষয়টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক অত্র দপ্তরকে প্রমানকসহ অবগত করায়, অভিযুক্ত বন প্রহরীর নামীয় দ্বিতীয় দফা কারণ দর্শানোর নোটিশটি 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'The Daily Star' পত্রিকায় গত ২৩ মার্চ, ২০২২খ্রি. তারিখ প্রকাশিত হলেও তিনি দ্বিতীয় দফা আত্মরক্ষামূলক জবাব দাখিল করেননি।

সেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও তৎসংযুক্ত প্রমাণাদি, প্রথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার নথি, সকল রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়াবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান পূর্বক বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যধারাটি চুড়ান্ত নিস্পত্তি করা হলো :-

আদেশ

সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ মোকাদ্দেছ আলী, বন প্রহরীকে সাময়িক বরখাস্তের তারিখ ১৩/০৩/২০১৯খ্রি. থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো। তবে, সাময়িক বরখাস্তকালিন প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা তার নিকট থেকে আদায় করা হবে না।

১৭.০৪.২২
(মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ
ফোন : ০২৩৩৩৩৪৬৬৫৫
ই-মেইল : dfocoxsbazarnorth@gmail.com

GD-1038